প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **হবিগঞ্জ**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০২টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**উচাইল মসজিদ**		হবিগঞ্জ সদর রাজিউড়া	২৪°১৮'০৮.৪" উ. ৯১°২১'৩২.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ অক্টোবর ১৯৮৭	সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। সিলেট অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গভাবে টিকে থাকা সুলতানী আমলের একমাত্র মসজিদটি। প্রবেশ পথে পাথরের একটি শিলালিপি রয়েছে। যা তুগরা রীতিতে লেখা। মসজিদটির মূল প্রার্থনা কক্ষের ছাদে বড় একটি গম্বুজ ও সামনের বারান্দার ছাদে ছোট তিনটি গম্বুজসহ মোট চারটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের চার কোণে চারটি ও বারান্দার দুই কোণে দু'টি অষ্টভূজাকৃতির স্তম্ভ বা মিনার রয়েছে।
২.	**বিথঙ্গল বড় আখড়া**		বানিয়াচং গ্রাম: বিথঙ্গল	২৪°২৬'৪৬.০" উ. ৯১°১৪'৪৫.৯" পূ.	প্রজ্ঞাপন: সবিম/শাঃ- ৬/প্রত্নঃ অধি-১৯/৯৭(অংশ ২১)/৩৫৩ তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০০৩	খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে রামকৃষ্ণ গোস্বামীর নামক একজন সাধক উপমহাদেশের বিভিন্ন তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ শেষে এ স্থানে এসে আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরার রাজা মানিক্য বাহাদুরও এ সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানে প্রাচীন নির্মাণ কৌশলে দু'টি ভবন নির্মাণ করা হয়। এ আখড়ায় ১২০ জন বৈষ্ণবের জন্য ১২০টি কক্ষ রয়েছে। যা আজও কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে।